দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha

কর্মবিমুখ শিক্ষা হতাশার জন্ম দেয় ॥ রাষ্ট্রপতি

প্রকাশিত: ২৬ - ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

বিডিনিউজ ॥ কর্মবিমুখ শিক্ষা 'হতাশার জন্ম দেয়' মন্তব্য করে কর্মসংস্থানের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ।

তিনি বলেছেন, সরকারী-বেসরকারী মিলে প্রায় দেড় শ' বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা নিয়ে বের হচ্ছে। এসব শিক্ষার্থী যাতে সম্মানজনক পেশায় নিয়োজিত হতে পারে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হবে।

'শিক্ষার সঙ্গে কর্মের সংযোগ ঘটাতে হবে। কর্মবিমুখ শিক্ষা হতাশার জন্ম দেয়, প্রতিভার বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। তাই পাঠ্যক্রম এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে একজন শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে।'

সোমবার ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশের (ইউল্যাব) পঞ্চম সমাবর্তনে একথা বলেন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আচার্য আবদুল হামিদ। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কেবল পাঠদান কেন্দ্র নয়, বরং তা উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার শ্রেষ্ঠ পাদপীঠ। শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণভাবে গড়ে তুলতে এবং তাদের বিশ্ব নাগরিকে পরিণত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

'তাই কারিকুলামভিত্তিক শিক্ষার পাশাপাশি মুক্তচিন্তা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনা, জাতিগঠনমূলক কর্মকা-, সমকালীন ভাবনা, সাংস্কৃতিক চর্চা, খেলাধুলা ইত্যাদি সৃজনশীল কর্মকা- শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করতে হবে। এর প্রভাব ব্যক্তি জীবনে তো বটেই, সামষ্টিক জীবনকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে।' রাষ্ট্রপতি বলেন, শিক্ষা সমাজকে বিকশিত করে, কিন্তু নীতি নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষা সমাজ, দেশ ও জাতির কোন উপকারে আসে না।

সেজন্য নতুন প্রজন্মকে ইতিহাস ও ঐতিহ্য সচেতন করার তাগিদ দিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'যদি আমাদের সন্তানদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, বেদনা আর অহঙ্কারের বিষয়গুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে না দিই, তাহলে তারা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে না। তাই প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে তাদের শিকড়ের সন্ধান দিতে হবে, জানাতে হবে আমাদের গৌরবদীপ্ত অতীতের কথা।'

তরুণদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'আমরা যারা বয়সে বড় ও অভিজ্ঞ তারা তোমাদের পথ দেখাতে পারি। কিন্তু সে পথে চলতে হবে তোমাদেরই। পুরনোদের নির্দেশিত পথে চলবে কি না, সে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব তোমার। আবার, আমাদের দেখানো পথই একমাত্র সঠিক পথ, এমনটা ভাববার কারণ নেই। তোমাদের সামনে নতুন পৃথিবী, নতুন নিয়ম, কাজেই নতুন পথের খোঁজ তোমাদেরই করে নিতে হবে।'

অনুষ্ঠানের শুরুতে পুরান ঢাকার চকবাজারে হতাহতের ঘটনায় শোক জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য সমাবর্তনে তিন শিক্ষার্থীকে স্বর্ণপদক দেন রাষ্ট্রপতি। স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে স্বর্ণপদক নেন ইংলিশ এ্যান্ড হিউম্যানিটিজ বিভাগের পিউ চৌধুরী ও কম্পিউটার সায়েন্স এ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের মিথুন বিশ্বাস। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে স্বর্ণপদক পেয়েছেন ইংলিশ এ্যান্ড হিউম্যানিটিজ বিভাগের রুবাইয়া হোসেন দিশা।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ১৩০২ শিক্ষার্থী এ সমাবর্তনে সনদ পেয়েছেন। তাদের পক্ষে ভ্যালেডিক্টোরিয়ান বক্তব্য দেন মিডিয়া স্টাডিজ এ্যান্ড জার্নালিজম বিভাগের প্রিয়াংকা চৌধুরী।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এ সমাবর্তনে বক্তা ছিলেন অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল। অন্যদের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি, উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল মান্নান, ইউল্যাবের উপাচার্য অধ্যাপক এইচ এম জহিরুল হক, বোর্ড অব ট্রাস্টিজের ভাইস প্রেসিডেন্ট কাজী আনিস আহমেদ বক্তব্য দেন।

সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক: মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ (এম এ খান মাসুদ), উপদেষ্টা সম্পাদক: তোয়াব খান, নির্বাহী সম্পাদক: স্বদেশ রায়। সম্পাদক কতৃক গ্লোব জনকণ্ঠ শিল্প পরিবার-এর সদস্য প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে গ্লোব প্রিন্টার্স লি: ও জনকণ্ঠ লি: থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। রেজি: নং ডিএ ৭৯৬। কার্যালয়: জনকণ্ঠ ভবন, ২৪/এ রাশেদ খান মেনন সড়ক, নিউ ইস্কাটন, জিপিও বাক্স: ৩৩৮০, ঢাকা, ফোন: ৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অটোহান্টিং ২০ টি লাইন), ফ্যাক্স: ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫, ই-মেইল: janakanthanews@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dailyjanakantha.com এবং www.edailyjanakantha.com ।। Copyright ® All rights reserved by dailyjanakantha.com

Developed By Bikiran.Com